কথোপকথনে শামসুর রাহমান

কবিতা আমাকে করেছে অন্য মানুষ

কবি শামসুর রাহমান ১৪ নভেম্বর ২০০৪ মুখোমুখি হয়েছিলেন আলোকচিত্রশিল্পী নাসির আলী মামুনের। দীর্ঘ সাক্ষাৎকারের একটা অংশ এখানে মুদ্রিত হলো

নাসির আলী মামুন : *রাহমান ভাই, সারা জীবন তো কবিতাই লিখেছেন। বলুন তো, কবিতা কী?*

শামসুর রাহমান : এটা তো মুশকিল বলা। কবিতা যে কী? কেউ কেউ বলেছেন—বেস্ট ওয়ার্ডস ইন বেস্ট অর্ডারস। কবিতা যে কী, এটা ঠিক সংজ্ঞা দিয়ে বোঝানো যাবে না। কবিতা সম্পর্কে একেকজন একেক ধরনের কথা বলেছেন। প্রত্যেকের কথায় কিছু না কিছু সত্য আছে। কিন্তু কবিতা লেখেন, এমন অনেক বিখ্যাত ব্যক্তির সংজ্ঞায়ও কবিতার সবটা ফুটে ওঠেনি। উঠবেও না।

আমি মনে করি, বেস্ট ওয়ার্ডস ইন বেস্ট অর্ডারস—এটা একটা মূল্যবান সংজ্ঞা, এটাকে খাটো করে দেখা ঠিক হবে না। সংজ্ঞাটিকে নানাভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়।

মামুন : *সুন্দরের কোনো সংজ্ঞা নাই। কবিতা কি সে রকম কিছু?*

রাহমান : হতে পারে সে রকম।

মামুন : *কিংবা পানির মতো? পানির কোনো রঙ নাই। অনেকটা বিমূর্ত—*

রাহমান : এটা ঠিক, খুবই বিমূর্ত।

মামুন : *কবিতা আপনাকে কী দিয়েছে?*

রাহমান : কবিতা আমাকে যা দিয়েছে, তা কাউকে কাউকে শুধু দেয়। কবিতা আমাকে অন্য মানুষ করে ফেলেছে। আমার কাছে কবিতা খুব সুন্দরী নারী, যার সঙ্গে হঠাৎ একটি নির্জন পথে দেখা হয়ে যায়। তার রূপ দেখা হলো—সে চলে গেল কিন্তু তার সুন্দর মুখ মনে গেঁথে রইল। এটা আমার বিশ্বাস, যা আমাকে বাঁচিয়ে রাখে। খুব বাস্তবধর্মী মানুষের কাছে এটা খুব মূল্যহীন কিংবা আজগুবি মনে হতে পারে। কবিতা আমাকে অনেক কিছু দিয়েছে, আর কিছু না দিলেও আমি কবিতার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব।

মামুন : *পৃথিবীতে কবি না থাকলে ক্ষতি কী?*

রাহমান : কবি না থাকলে কবিতা থাকত না। কবিতা মানুষের মনকে পরিশীলিত করে।

মামুন : *অনেক অসাধারণ ভালো মানুষও কিন্তু কবিতা পড়তে চান না।*

রাহমান : অসাধারণ মানুষ কবিতা পড়বেই। না পড়লেও অজান্তে তার মধ্যে কবিতার কোনো ভাব হয়তো রয়ে যায়। তা না হলে আগের কালে কবিতা লেখা হতো না। গুহায় যে মানুষ একদিন ছবি এঁকেছে, সব মানুষ তো আঁকেনি। কিন্তু যিনি এঁকেছেন, তার মনে শিল্পের আভা ছিল, তিনি কাজটা করেছেন সেই আভা থেকেই।

মামুন : *কবিতা আমাদের কী উপকার করছে?*

রাহমান : কবিতা তো ডালভাতের মতো উপকার করে না। সে মনকে পরিশীলিত করে। কবিতা মানুষের জন্য একটা উপহার।

মামুন : *যখন কবিতা লিখতে মন চায়, তখন আপনার মধ্যে কী ঘটে?*

রাহমান : একটা অস্থিরতা আসে। হয়তো ঘুমুতে যাব, মনে একটা ঝিলিক দিল। সেই ঝিলিকটাই আমাকে অস্থির করে তুলল। আমার স্ত্রী হয়তো পাশে ঘুমিয়ে আছেন, লাইটে তার অসুবিধা হতে পারে। কিন্তু সেসব চিন্তা না করে বিছানা থেকে উঠে আমি টেবিলে বসে লিখতে শুরু করলাম। কোনো দিন লেখা হলো, কোনো দিন লেখা হলো না।

মামুন : *কখনো কখনো লেখার জন্য চাপ থাকে—*

রাহমান : চাপের মধ্যেও কিন্তু অনেক সময় ভালো লেখা হয়ে যায়। অনেক সময় আবার ভাবনা নিয়ে বসেও লেখা ভালো হয় না। এ টা একটা অদ্ভুত অনুভব। বোঝানো মুশকিল।

মামুন : *ভাবি (জোহরা রাহমান) আপনার একটা মুদ্রাদোষের কথা বলেছেন, হাঁটার সময় আপনি শূন্যে আঙুল ঘুরিয়ে নিঃশব্দে একটা ভঙ্গি করতে থাকেন।*

রাহমান : ও পাগলামি আর কি।

মামুন : *আর কিছু করার ইচ্ছা হয় না বা যোগ্যতা নেই, সেই কারণেই কি কবিতা লেখেন?*

রাহমান : ঠিক সে কারণে না। আর কিছু যে করতে পারি না, তা না। চাইলে কেরানিগিরি করতে পারতাম, অধ্যাপনা করতে পারতাম কিংবা কুলিগিরি করতে পারতাম। করিনি, আমি কবিতা লিখেছি। জীবনকে রক্ষা করার জন্য, সংসারের জন্য অর্থ লাগে। একটা লোক বড় অফিসার হয়ে যতটা টাকা উপার্জন করতে পারে, কবিতা লিখে কবি সেটা পারে না। আজকাল অবশ্য কবিতা লিখে, সাহিত্য চর্চা করেও জীবিকা নির্বাহ করা যায়।

মামুন : *আপনি যখন লিখতে শুরু করেছেন তখন তো এ চিন্তাটা ছিল না?*

রাহমান : কোনো চিন্তাই ছিল না। শুধু কবি হতে চেয়েছিলাম। একটা আবেগ থেকে, একটা তাগিদ থেকে এসব করেছি।

মামুন : *এই যে এখন মিডিয়ার কল্যাণে টাকা কামাই করছেন, আপনি যখন শুরু করেছিলেন তখন তো এটা ছিল না।*

রাহমান : টাকা আর এমন কী কামানো হয়? কিছু কিছু হয়।

মামুন : *অন্য কোনো কাজ চাইলে করতে পারতেন কিন্তু করেননি। করলে কী কবিতার ক্ষতি হয়?*

রাহমান : অন্য কাজও করতে হয়েছে। কিন্তু কবিতাকে ত্যাগ করিনি। কবিতা কিন্তু কাউকে কাউকে ছেড়ে চলে যায়।

মামুন : *সেটা কী রকম?*

রাহমান : কবিতা যাকে ত্যাগ করে সে আর লিখতে পারে না, হয়তো লেখার আর ইচ্ছা থাকে না। কোনো কারণে ইচ্ছাটা মরে যায়। আমি লিখব না বা লিখতে পারছি না—এ রকম কখনো হয়নি। প্রত্যেক কবিরই কখনো কখনো লেখা হয় না। কবিতা আসে না। কিছুদিন পর আবার ফিরে আসে। কিন্তু সবার ক্ষেত্রে হয়তো আসে না। যার মধ্যে আসে মাঝেমধ্যে—যায়, যেয়েও আসে—তার কাছে কবিতা তখনো থাকে। যার আর আসে না, তার ভেতরের কবিটা মরে যায়।

মামুন : *এমনকি হয়, কোনো সময় আপনি কবিতার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছেন অথবা কবিতা আপনার কাছে নিজেকে সমর্পণ করছে? এই দুটো কি একই রকম?*

রাহমান : একই। এ দুটো এক হলে লেখা হয় ভালো।

মামুন : *আপনার বেলায় এটা কি সব সময় ঘটছে?*

রাহমান : এখনো ঘটে। জানি না, আর কত দিন এমন ঘটবে।

মামুন : *তাহলে কবিতার মধ্যেই আপনি সব সময় আছেন? ছাড়েননি কখনো?*

রাহমান : আছি। কবিতাকে ছাড়িনি। কবিতার অপমান করিনি কোনোদিন।

মামুন : *আপনি কবিতা না লিখলে বাংলা সাহিত্যের কী হতো?*

রাহমান : কিছুই হতো না। বাংলা সাহিত্যের কিছু হতো কি না জানি না, তবে...

মামুন : *সমালোচকরা তো বলেন আধুনিক বাংলা কবিতা আপনার হাতে পরিশীলিত ও গতিশীল হয়েছে।*

রাহমান : আমি আমার প্রাণের টানে লিখি, তাতে বাংলা সাহিত্যের কিছু হবে কি না, তা নিয়ে মাথা ঘামাইনি। হ্যাঁ, কেউ কেউ বলেছেন, আমার লেখায় কিছু জিনিস আছে—সেগুলো আমাদের সাহিত্যে যুক্ত হয়েছে। আবার কাল হয়তো আর কেউ এসে আমাকে খারিজ করে দেবে। সাহিত্যের ব্যাপারে নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। আজ যেটা সত্য, কাল তা সত্য নাও থাকতে পারে।

মামুন : *দেড় শ বছর আগে লিখেছেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তারপর রবীন্দ্রনাথ, জসীমউদ্‌দীন, জীবনানন্দ দাশ—এরা তো বহু আগে ভিন্ন-ভিন্ন ধারায় লিখে গেছেন। এখন তো কেউ তাদের মতো লেখেন না। তাদের তো আমরা অগ্রাহ্য করি না।*

রাহমান : সেটা যদি আমার ভাগ্যে থাকে, তাকে সৌভাগ্য বলে মনে করব আমি।

মামুন : *একটা কবিতা লেখার পর ধরেন বিরক্ত লাগছে, তখন কী করেন?*

রাহমান : যদি মনে হয়, আমি যা বলতে চেয়েছি, যেভাবে চেয়েছি সেভাবে লিখতে পারিনি, একটু খারাপ তো লাগেই। তখন অনেক সময় লেখা ফেলেও দিয়েছি। কিন্তু সব সময় ফেলে দিই না।

মামুন : *কবিতাকে কিসের সঙ্গে তুলনা করতে চান?*

রাহমান : শুধু কবিতার সঙ্গেই। তুমি যখন ছবি তোল, ছবিকে ছবির গুণ হিসেবেই দেখ—দেখ ছবিটা কেমন তুললাম। ছবিটাকে কিন্তু অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনা কর না। এটা ওর নিজের জন্যেই মূল্যবান। অন্য কিছুর সঙ্গে তুলনায় মূল্যবান নয়।

মামুন : *অন্য কোনো শিল্পের সঙ্গে?*

রাহমান : শিল্প হিসেবে আরেকটা শিল্পের সঙ্গে হয়তো তুলনা করা যায়। ধরো চিত্র। এক ধরনের চিত্র আছে, যা হয়তো কবিতার মতো। কিন্তু শিল্পী যা আঁকেন সেটা তো কবিতা নয়। যে শিল্পী মূর্তি বানাচ্ছেন তিনি তো কবি নন। আবার কবিতায় মূর্তি থাকতে পারে। কিন্তু যিনি লিখেছেন তিনি শিল্পী নন। পার্থক্য থাকেই।

মামুন : *অন্যান্য শিল্প বা সাহিত্যের অন্যান্য শাখার তুলনায় কবিতা কোন স্তরের মাধ্যম?*

রাহমান : শিল্প নানা ধরনের।

মামুন : *কবিতাকে আপনি বিশেষ কিছু মনে করেন না?*

রাহমান : বিশেষ তো বটেই। প্রতিটি শিল্পই আলাদা আলাদাভাবে বিশিষ্ট।

মামুন : *এখন বলুন, বাংলাদেশের পাঠক আপনার কবিতা কেন পড়বেন?*

রাহমান : আমার লেখায় হয়তো তাদের মনের কথা, তাদের জীবনের কথা, তাদের সুখ-দুঃখের কথা আছে।

মামুন : *প্রেম, ভালোবাসা?*

রাহমান : হ্যাঁ, তাদের ভালোবাসা, তাদের ক্রোধ—এসব হয়তো পাঠককে আকর্ষণ করবে। তাদের আকর্ষণ করার মতো গুণ থাকতে হবে আমার কবিতায়।

মামুন : *এই আকর্ষণটা কী?*

রাহমান : এটা শিল্পের আকর্ষণ এবং জীবনের প্রতি আকর্ষণ। জীবনকে আমি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি কি না এবং সে উপলব্ধি কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছি কি না; আমার বক্তব্যে, আমার কবিতার পঙ্‌ক্তির ভেতর দিয়ে অনেক লোকের জীবনের ধারা বয়ে গেছে কি না—আকর্ষণটা নির্ভর করছে সেসবের ওপর।

মামুন : *মানে আপনার কবিতায় পাঠক নিজেদের খুঁজে পাবেন কি না? না পেলে তারা পড়বেন না।*

রাহমান : সে-ই। একটা গাছ দেখে কারও মনে যদি একটি আন্দোলনের সৃষ্টি হয়, সহায়ক হলো গাছ। সুতরাং কবিতা পড়ে যদি কারও মনে আন্দোলন জাগে, সে কিছুক্ষণের জন্য হলেও অন্য রকম মানুষ হয়ে গেল। কবির সাফল্য এখানে। এটা কম কথা নয়। এই পরিবর্তন যিনি করলেন, তার কৃতিত্ব নেই? আছেই।

মামুন : *কবি তো নানান মাপের থাকে—ছোট, বড়, মাঝারি। সবাই তো আর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল বা জীবনানন্দ দাশ হন না। আপনি কি একজন বড় কবি?*

রাহমান : আমার পক্ষে বলা মুশকিল। এটা পাঠকেরা বলবেন। বোদ্ধা পাঠকেরা বলবেন আমি কী রকম কবি।

মামুন : *যদি ভুলে যান, আপনি কবি না, একজন পাঠক। তাহলে শামসুর রাহমান সম্পর্কে আপনার কী মনে হয়?*

রাহমান : এটা বলা আমার পক্ষে সম্ভব না।

মামুন : *আপনি তো একজন পাঠক। আপনার সমসাময়িকদের সঙ্গে একটা তুলনা তো করতে পারেন? তখন তো বুঝতে পারেন, আপনি কোথায় দাঁড়িয়ে আছেন?*

রাহমান : আমার ভুল হতে পারে না?

মামুন : *ভুল না-ও তো হতে পারে?*

রাহমান : না-ও হতে পারে। কিন্তু বলা তো মুশকিল। এই তুলনা করতে গেলে আমি তো কনডিশন্‌ড হয়ে যাব। তাতে আমি নিজেকে হয় খাটো করে দেখব, নয় বড় করে। প্রকৃত তুলনাটা করা সম্ভব নয় বোধ হয়। কোনো কবি নিজের সম্পর্কে শেষ কথা বলে যেতে পারেন না। কোথাও না কোথাও তার মনে একধরনের সন্দেহ থেকেই যায়—আমি যা ভাবছি, সেটা কি ঠিক? আমি যা লিখছি, তা কি টিকে থাকবে?

মামুন : *আপনি এক জায়গায় লিখেছেন কবি জসীমউদ্‌দীন আপনাকে বলেছিলেন—আমি পৃথিবীর শেষ কবি, সার্থক কবি?*

রাহমান : এসব কথার তো কোনো মানে নেই।

মামুন : *রাহমান ভাই, কবি হতে গেলে কী কী থাকা দরকার?*

রাহমান : সেটা আমার জানা নেই।

মামুন : *কোনো তরুণ বা তরুণী যদি কবিতা লিখতে চান, তিনি কী করবেন?*

রাহমান : যে কবি হয়, সে কখনো কারও কাছে বলে না কবি হব, কিংবা কীভাবে হব। আমি যদি কবিতা লিখতে চাই, সবাই যদি আমাকে বারণ করে, যদি বলে কবিতা লিখতে পারবে না, তবুও আমি লিখব। কবি কারও পারমিশন নিয়ে লেখেন না—আমি কারও পারমিশন নিয়ে লিখিনি। হ্যাঁ, পরে, অনেকের অনুরোধে কবিতা লিখেছি। কিন্তু যখন লিখেছি তখন আমি আলাদা মানুষ, অন্য মানুষ। যখন কবিতা লেখা হয়ে গেল, তখন আবার সাধারণ মানুষ। তুমি যখন ছবি তুলছ তখন কিন্তু তুমি সাধারণ মানুষ নও, তখন তুমিও আলাদা মানুষ।

মামুন : *একই মানুষের মধ্যে আরেক মানুষের বসত?*

রাহমান : অনেক মানুষ।

মামুন : *কবি-লেখক নিজেকে মারতে চান কেন? মানে আত্মহত্যা—*

রাহমান : সবাই না, কেউ কেউ।

মামুন : *অনেক বড় মাপের লেখক, যেমন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে—*

রাহমান : এটা যে লেখক বলে ঘটে, তা নয়; মানুষ হিসেবেই ঘটে। অনেক সাধারণ মানুষ গলায় ফাঁসি দিয়ে মরে না? তারা কি সবাই কবি? এর সঙ্গে কবিত্ব বা শিল্পের কোনো সম্পর্ক নেই।

মামুন : *আমাদের দেশে যদি ১০০ কবি থাকেন, সবাই তো এক কাতারের নন।*

রাহমান : কোনো দেশেই নয়। কেউ বড় কবি, কেউ ছোট।

মামুন : *আমাদের দেশের ছোট কবি কারা?*

রাহমান : এটা কী করে বলি ভাই। তুমি আমাকে মার খাওয়াতে চাও নাকি? এগুলো বলা উচিত নয়। আজ যে বড় নয়, কাল সে বড় হতে পারে।

মামুন : *আপনি কোন দেশের কবিতা বেশি পড়েছেন?*

রাহমান : সবচেয়ে বেশি পড়েছি আমার নিজের ভাষার নিজের দেশের কবিতা। আর ইংরেজি, ফরাসি—যখনই আমি ভালো কবিতা পেয়েছি, বই পেয়েছি, পড়েছি।

মামুন : *আপনি তো ফরাসি ভাষা জানেন না।*

রাহমান : আমি এগুলো অনুবাদ থেকে পড়েছি।

মামুন : *কোনো বিশেষ ভাষা কি আপনাকে আকর্ষণ করে—ফরাসি বা হিস্পানিক বা ইংরেজি?*

রাহমান : প্রত্যেক ভাষাতেই ভালো কবিতা আছে। ফরাসি খুবই উন্নত মানের ভাষা, ইংরেজি ভাষাও। সব ভাষারই আলাদা একটা মূল্য আছে। কিন্তু সবগুলো ভাষা তো কেউ জানে না। অনুবাদেও ভালো কবিতার স্বাদ পাওয়া যায়।

মামুন : *আপনি ৫৬ বছর ধরে লিখছেন। কখনো কি মনে হয়েছে, আপনি যে ভাষায় লেখেন তার চেয়ে অন্য কোনো কোনো ভাষার কবিতা অনেক উঁচু স্তরের? কখনো কি আক্ষেপ হয়, যদি অন্য কোনো ভাষা জানতাম, যেমন, ইংরেজি বা ফরাসি, তাহলে আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেতাম।*

রাহমান : সে আক্ষেপ আমার হয় না। আমার কবিতা খুব উন্নত মানের হলে, যে ভাষাতেই লিখি না কেন, একদিন তার আদর হবে। যখন প্রথম লিখতে শুরু করি, আমাকে নিয়ে অনেক বিদ্রূপও করা হতো। এখন তো আমাকে নিয়ে বিদ্রূপ করে না।

মামুন : *কারা করতেন?*

রাহমান : কবিরাই, আমার চেয়ে যারা বয়সে বড় ছিলেন, তাদের কেউ কেউ। আমি লিখে গেছি। কে কী বলেছে সেটা মনেই নিইনি।

মামুন : *আমাদের দেশে অনেক কবি, এর কারণ কী?*

রাহমান : সব দেশেই বোধ হয় কবি আছে। কোন দেশে কত কবি আছে, আমরা তো জানি না । কবিতা মানুষের একটা সহজাত শিল্প। নইলে যারা একেবারেই তথাকথিত শিক্ষিত নন, যেমন লালন—কী আশ্চর্য সব কবিতা লিখে গেছেন!

মামুন : *এগুলো তো সংগীত।*

রাহমান : সংগীত তো কবিতাই। তিনি বলেছেন, তাঁর কথা অন্যকে লিখতে হয়েছে।

মামুন : *তিনি তো লিখতে পারতেন না।*

রাহমান : সুতরাং পুরো কবিতা মুখে মুখে বলেছেন। হোক গান, তিনি একজন খুব ভালো কবিও।

মামুন : *আমাদের দেশে কবিতার পাঠকদের মেধা এবং টেস্ট কেমন?*

রাহমান : আমাদের দেশে খুব বেশি লোকের সে মেধাও নেই, সেই টেস্টও নেই।

মামুন : *কবিদের বই কম চলে, সে কারণে এটা বললেন?*

রাহমান : সেজন্য না। অনেক কিছুই তো কম চলে।

মামুন : *উৎকৃষ্ট রচনা যেগুলো, লেখকের জীবৎকালে সেগুলোর প্রিন্ট হচ্ছে না।*

রাহমান : আবার এও হয়তো ভালো—উৎকৃষ্ট রচনা কিছু কিছু মানুষ গ্রহণ করছে—সবাই গ্রহণ করতে পারছে না, পরে হয়তো গ্রহণ করবে। জীবিতকালে বেশিরভাগ কবিকে তাঁর সময় চিনতে পারে না।

মামুন : *এটা কি কবি সময়ের আগে চলেন বলে?*

রাহমান : সব কবি অবশ্য চলেন না সময়ের আগে।

মামুন : *আপনি বলেছেন, আমাদের পাঠকের মেধা নেই, টেস্ট নেই, নাকি শিক্ষা-দীক্ষার দিক থেকে অনেক নিচের দিকে?*

রাহমান : অনেক তথাকথিত শিক্ষিত কবি-লেখকও তো কবিতা পড়েন না।

মামুন : *এর কারণ কী? কবিতার প্রতি আমাদের দেশের মানুষের এত অনীহা কেন? পাঠক কম কেন? বই কেন কম চলে?*

রাহমান : এখন এটা বলা মুশকিল। আবার তেমন শিক্ষিত না—এমন অনেক লোকও কবিতা পড়েন। আসলে এটা একটা মানসিক দিক। একজন এমএ পাস কিন্তু তার চিন্তা-চেতনা বলতে কিছু নেই, ভালো জিনিসের প্রতি আগ্রহই নেই। আবার একজন ক্লাস ফোর-ফাইভ পর্যন্ত হয়তো পড়েছেন, তিনি কবিতা পড়ছেন, কবিতা উপভোগ করছেন। এমনকি নিজেও কবিতা লিখছেন। এবং সে কবিতা বেশ উন্নত মানের।

মামুন : *আগে তো মানুষ অত শিক্ষিত ছিল না। একটা দেশের ছিল দুটো ভাগ। বাংলা রাষ্ট্রভাষা ছিল না। এখন বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে, সেই তুলনায় পাঠক বাড়া উচিত ছিল না? আপনি বলছেন পাঠক কবিতার প্রতি অত আগ্রহী না। কারণ কী?*

রাহমান : এখন মানুষের সময় নেই।

মামুন : *এমন কি হতে পারে না যে, পাঠক তাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী কবি বা কবিতা পাচ্ছেন না?*

রাহমান : আমি জানি না।

মামুন : *আপনার কাছে তো পাঠক আসেন, ফোন করেন, বাইরে গেলে যোগাযোগ হয়।*

রাহমান : নানা ধরনের পাঠকের চিঠিও পাই।
মামুন : *নিশ্চয়ই সবাই শামসুর রাহমান পাঠ করেন না?*
রাহমান : কেউ কেউ করেন, আবার শহরের অনেক লোক পাঠ করেন না।
মামুন : *পাঠক কিন্তু শহরে বেশি।*
রাহমান : মফস্বলেও পাঠক আছেন। তাদের চিঠিটিঠি পাই।
মামুন : *কোন শ্রেণীর পাঠক বেশি?*
রাহমান : মুশকিল বলা। ইয়াং বেশি।
মামুন : *অনেক মহিলা পাঠক আপনার প্রেমের কবিতাগুলি পড়েন, মুখস্থ করেন?*
রাহমান : কী জানি। আমি অতটা চিন্তা করিনি।
মামুন : *শামসুর রাহমানের পাঠক বেশি না আল মাহমুদের?*
রাহমান : আমি তো হিসাব করিনি।
মামুন : *কবিতা পড়ে পাঠকের প্রতিক্রিয়া কী—জানার জন্য কবি তো ব্যাকুল থাকেন?*
রাহমান : আমি লোকটা এত ব্যাকুল না। কারণ আমার মনের ভেতরে যে একটা মানুষ, আমি তার জন্য লিখি। আমি তো একা না। আরও অনেক মানুষ আছে, তারা আমার মতোই। তারা আবার লেখে না। তাদের মনে আমার লেখা কিছুটা হয়তো দোলা দেয়। তারা আমার লেখা পছন্দ করে। কিন্তু কে পছন্দ করল বা করল না তা ভেবে তো লেখা যায় না। এখন সবাই যদি বলে, তুই লেখা বন্ধ করো, আমি তো বন্ধ করব না। ছাপতে হয়তো দেব না, কিন্তু যদি দেখি আমার বই প্রকাশকেরা হয়তো ছাপছেন না বা আমার লেখা সম্পাদকেরা ছাপছেন না, আমি ওদের কাছে পাঠাবও না। আমি লিখে ড্রয়ারে ফেলে রাখব। তবু যাব না কোনো সম্পাদকের কাছে—'দয়া করে আমার লেখাটা ছাপেন'। না, কখনোই না।
মামুন : *আপনার ঘর, ছেলেমেয়ে, স্ত্রী বা নাতি-নাতনি—পারিবারিক পরিবেশের মধ্যে এরা একজন কবি হিসেবে আপনাকে কতটুকু বোঝে?*
রাহমান : মনে হয় না ঠিকমতো বোঝে। কেউ কেউ হয়তো বোঝে, তারা প্রকাশ করে না। কিন্তু পুরোপুরি বুঝতে পারে না।
মামুন : *আপনি কী অনুভব করেন, যে আমাদের শ্রেষ্ঠ জীবিত কবি আপনি?*
রাহমান : এটা আমি জানি না।
মামুন : *লোকে তো আপনাকে বলেন, লেখা হয় দেশের বরেণ্য কবি, প্রধান কবি।*
রাহমান : সেটা আমি নিজে বলতে পারব না। হয়তো, হয়তো না।
মামুন : *অন্য কারও বেলায় তো এই বিশেষণ আসে না।*
রাহমান : আমার বেলায় যেটা বলে সেটাই যে সত্য তা নাও হতে পারে।
মামুন : *আপনার কবিতায় লিরিক কম থাকে।*
রাহমান : সব সময় যে গদ্যকবিতা লিখি, তা তো না। সব ধরনের কবিতা লিখি, যেমন মুক্ত ছন্দে বা অক্ষরবৃত্তে লেখা বা সনেট।
মামুন : *কিন্তু আপনার সিংহভাগ কবিতাই তো গদ্যকবিতা।*
রাহমান : গদ্যকবিতা লিখেছি তবে বেশিরভাগ গদ্যকবিতা—এটা ঠিক নয়। অনেক কবিতায় মনে হয় ছন্দ নেই, ছন্দ কিন্তু আছে।
মামুন : *আপনার কবিতার গন্তব্য কী?*
রাহমান : আমি জানি না।
মামুন : *অনেকে বলেন—মানুষের প্রত্যেক কাজে, এমনকি মানুষের চিন্তারও একটা গন্তব্য থাকে।*
রাহমান : কবিতার গন্তব্য কবিতা হয়ে ওঠার মধ্যে।
মামুন : *একজন তরুণ কবির কাছে আপনার প্রত্যাশা কী?*
রাহমান : তরুণ কবির কাছে প্রত্যাশা—তিনি ভালো লিখবেন। আর কোনো প্রত্যাশা নেই।
মামুন : *কবিতার ধর্ম কী? জীবন সম্পর্কে তত্ত্ব উপস্থিত করা, কবির সময়কে ধারণ করা বা অন্য কিছু?*
রাহমান : তুমি যা বললে, তার সবটাই হতে পারে। আবার একজন খুব তত্ত্বকথা বললেন, দেখা গেল কবিতা হলো না। কিন্তু গাছের পাতা নড়াটাও কবিতা হয়ে উঠতে পারে। কবিতা এক আশ্চর্য জিনিস। রূপসীর সৌন্দর্যের মতো।
মামুন : *একটা বিস্ময়কর ব্যাপারও। কিসের থেকে কী আসবে, অনেক সময় কবিও...*
রাহমান : বোঝেন না, কিন্তু হয়ে যায়।
মামুন : *জনপ্রিয়তা বা খ্যাতি কি কবির অর্জন বলে মনে করেন?*
রাহমান : সত্যিকারের উঁচুদরের কবিতা লিখতে পারলেই আমি ভাবব, তিনি কিছু অর্জন করলেন। মানুষ সেটা গ্রহণ করতে পারে, নাও করতে পারে।

মামুন : *আমি জানতে চাইছি, জনপ্রিয়তা বা খ্যাতি কবির অর্জন কি না?*

রাহমান : হ্যাঁ, এটা তো অর্জনই। জনপ্রিয়তা কোনো অর্জন নয় তা বলা যাবে না। জনপ্রিয়তাও তো খ্যাতি থেকে আসে। সত্যিকারের উঁচুদরের কবিতার খ্যাতি হয়তো তার সমকালে হয় না। আবার অনেক সময় খ্যাতি বেশিও হয়ে যায়।

মামুন : *কবিদের দশকপ্রিয়তা কি খেয়াল করেছেন? আপনি পঞ্চাশের দশকের, তমুক ষাটের দশকের...*

রাহমান : এটা আমি একেবারে পছন্দ করি না। আমি তো সব সময় কবি। কবি যদি সব দশকের হতে পারেন, তাহলে এটা তার এ কটা অর্জন। একটা দশকে তিনি শুরু করতে পারেন, কিন্তু দশকেই যদি আটকে থাকেন, সেটা কোনো কৃতিত্ব নয়।

মামুন : *১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় লেখা আপনার কিছু কবিতা কলকাতার দেশ পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। সেখানে আপনার ছদ্মনাম ছিল মজলুম আদিব? ছদ্মনামে ছাপার কারণ কী?*

রাহমান : তখন আমি ছিলাম এখানে, দেশে। দেশ তো তখনো স্বাধীন হয়নি। আমি লিখেছি এবং সেখানে পাঠানো হয়েছে। ছদ্মনামটি কিন্তু আমি দিইনি।

মামুন : *কে দিয়েছে?*

রাহমান : আবু সয়ীদ আইয়ুব। উনি জানতেন, আমি এমন একটা দেশে আছি, যেটা স্বাধীন হয়নি। আমার নামে কবিতাগুলো বেরোলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হব। আমাকে হত্যা করা হবে বা জেলে ভরা হবে। এসব কারণেই উনি এটা করেছেন।

মামুন : *পরে এই নামে আর লেখেননি?*

রাহমান : না।

মামুন : *আধুনিক কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে একটা প্রশ্ন করি। রবীন্দ্রনাথের কবিতা কি আধুনিক না?*

রাহমান : রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভা। তিনি একজন ক্রিয়েটিভ জিনিয়াস—যা লিখেছেন সোনা হয়ে গেছে।

মামুন : *তিরিশের আধুনিক কবিতার অনুসারীদের অনেকে যে রবীন্দ্রনাথকে বাদ দিয়ে কথা বলেন?*

রাহমান : রবীন্দ্রনাথকে বাদ দেওয়া মানে রবীন্দ্রনাথকেই অস্বীকার করা। রবীন্দ্রনাথ এমন এক আলাদা মানুষ যে, তাঁকে নামানো যায় না। আমাদেরও তো পঞ্চাশে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়, বাদ করে দেওয়া হয়। কত লাফালাফি—এরা ষাটের কবি—তারা সত্তরের কবি, আশির কবি, নব্বইয়ের কবি! তার পরে কিসের কবি হবে আমি জানি না। এ ব্যাপারগুলো আছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ হলো রবীন্দ্রনাথ।

মামুন : *তিরিশের কবিরা রবীন্দ্রনাথকে অস্বীকারও করলেন না, গ্রাহ্যও করলেন না। এটা মনে হয়নি আপনার? এ রকম একটা বিমূত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথকে কিন্তু অনেক দিন রেখে দেওয়া হয়েছিল।*

রাহমান : হ্যাঁ, এটা তারা করেছেন। তারা যে রবীন্দ্রনাথকে একেবারে স্বীকার করতেন না, তা না। তারা এটা জানতেন রবীন্দ্রপ্রেমে একেবারে মশগুল হয়ে থাকলে তারা লিখতে পারবেন না। আমরা যদি নজরুলের প্রেমে এতই মশগুল হয়ে থাকি, তাহলে আমাদের লেখা হবে না।

রবীন্দ্রনাথ তো খুব জনপ্রিয়। তার গান গাওয়া হয় না, এমন কোনো বাড়ি আছে? শিক্ষিত বাড়ি? এখন রবীন্দ্রনাথের গানের মতো পপুলার গান কোথাও নেই।

মামুন : *আধুনিক বাঙালি কবি বললে, এদের মধ্যে জসীমউদ্‌দীন, কাজী নজরুল ইসলাম পড়েন না?*

রাহমান : অবশ্যই পড়েন।

মামুন : *এই দুইজনের নাম বেশি উচ্চারিত হয় না কেন?*

রাহমান : নজরুলকে তো আলাদাভাবে করা হয়। জসীমউদ্‌দীনকেও যথেষ্ট সম্মান করা হয়। এদের বাদ দেন না কেউ।

মামুন : *বাদ দেন না, কিন্তু একটু পক্ষপাত দেখা যায়। জসীমউদ্‌দীনকে এদের মধ্যে আনা হয় না, আপনার মতামতটা জানতে চাইছি?*

রাহমান : একজন কবি যদি ভালো কবি হন—মানুষের মনে একটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারেন, তাকে মানুষ মনে রাখবেই। আমি জীবনানন্দ দাশকে যতটা পছন্দ করি, ততটা নিজেকেও করি না। নিজেকে করার তো প্রশ্নই ওঠে না। জীবনানন্দকে যতটা পছন্দ করি ততটা জসীমউদ্‌দীনকেও করি না, আর কাউকে করি না। জীবনানন্দ দাশ নিজের মতো একটি অত্যন্ত বড় উজ্জ্বল দ্বীপ।

মামুন : *জীবনানন্দ দাশকে তার সমসাময়িক লেখকেরা উপেক্ষাই করতেন। বুদ্ধদেব বসু ছাড়া কম-বেশি সবাই—*

রাহমান : তিনি খুব লাজুক মানুষ ছিলেন। কথা বলতে পারতেন না।

মামুন : *খুব নার্ভাস হয়ে যেতেন।*

রাহমান : তাকে বসতে দেওয়া হতো না, তা আমি বিশ্বাস করি না। তিনি হয়তো নিজেই ঘেঁষতেন না।

মামুন : *আপনার সঙ্গে তো জীবনানন্দ দাশের দেখা হয়েছিল একবার।*

রাহমান : উনি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন তখন। তার কাছে আমাদের নিয়ে গিয়েছিলেন ড. নরেশ গুহ। আমি আর কায়সুল হক আমন্ত্রিত হয়ে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম। সে-বার তার কাছে গিয়ে ছিলাম।

মামুন : *আপনি লিখেছেন, জীবনানন্দ দাশকে কী একটা জিজ্ঞেস করেছেন, উনি দূরে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। অন্যমনস্ক। হঠাৎ আপনি বললেন, 'আপনি যে বরিশালে দুই বাক্স পাণ্ডুলিপি রেখে এসেছেন, সেটার এখন কী অবস্থা?' উনি নাকি এমন একটা হাসি দিয়েছিলেন, ও রকম হাসি জীবনে হাসেননি।*

রাহমান : উনি একদম কথা বলতে পারতেন না।

মামুন : *হ্যাঁ, ও, আচ্ছা—এ রকম শব্দ বলতেন।*

রাহমান : তাকিয়ে থাকতেন, কথা বলতেন না। একজন খুব বেশি কথা বলেন, একজন কম—এ রকম হয় না? একসময় তিনি বললেন, 'আমার কিছু কবিতা বরিশালে একটা ট্রাংকের মধ্যে রেখে এসেছি। সেটা অনেক বছর হয়ে গেছে, পাইনি।' আমি বললাম, সেটা তো এখন আর ধূসর পাণ্ডুলিপি নেই। ধূসর থেকে ধূসরতম হয়ে গেছে। তিনি হো-হো করে হেসে উঠলেন।

মামুন : *তার বাসায় আপনারা কতক্ষণ ছিলেন?*

রাহমান : প্রায় আধা ঘন্টা ছিলাম।

মামুন : *এর মধ্যে আপনারাই কথা বললেন।*

রাহমান : আমরাই বললাম।

মামুন : *তার পোশাক কী ছিল?*

রাহমান : সাদা পাঞ্জাবি, সাদা ধুতি, আর পায়ে কালো পাম্প শ্যু।

মামুন : *তখন তার স্ত্রী লাবণ্য দাশকে কি দেখেছিলেন?*

রাহমান : দেখেছিলাম। দেখেছিলাম মানে—তিনি পাশ দিয়ে হেঁটে চলে গেলেন। বাইরে চলে গেলেন।

মামুন : *খুব সুন্দরী ছিলেন নাকি দেখতে?*

রাহমান : ছিলেন। আমার কাছে তাও খুব একটা সুন্দরী মনে হয়নি।

মামুন : *আধুনিক কবিরা পাঠককে খুব বেশি আকর্ষণ করতে পারছেন না। এটা কি কখনো ভেবে দেখেছেন?*

রাহমান : রবীন্দ্রনাথকে তো বিশ্বকবি বলা হয়, কত লোক পড়ে তার কবিতা? এইসব কবিতার পাঠক সব সময়ই কম। আছে, সেটা সিনেমা দেখার মতো দর্শক নয় তারা। এটা সীমিত।

মামুন : *আধুনিক কবিদের প্রায় সবাই অধ্যাপক ছিলেন। ইংরেজি সাহিত্যের লোক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু। আরও কেউ কেউ।*

রাহমান : ইংরেজি সাহিত্যের লোক জীবনানন্দ দাশও।

মামুন : *এরা তো অনেক দেশ ঘুরেছেন।*

রাহমান : জীবনানন্দ দাশ কোথাও যানটান নাই।

মামুন : *আর সবাই ঘুরেছেন। সুধীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে। কাজেই অনেকে বলেন যে ইউরোপের যে কাব্যভাবনা, কাব্যরীতি—সেগুলি তারা ধার করে নিয়ে, অনুবাদের মতো আধুনিক বাংলা কবিতায় চালু করেছেন। আপনার কী মনে হয়?*

রাহমান : তারা পড়েছেন—এটা ঠিক কিন্তু একেবারে যে অনুবাদ করেছেন, তা নয়। তারাই তো কবিতা পাল্টে দিয়েছেন।

মামুন : *আপনি তো পৃথিবীর অনেক দেশ—অনেক শহর ঘুরেছেন। ঢাকাকে ভালো লাগে কী কারণে?*

রাহমান : ঢাকা আমার জন্মস্থান। আমার রক্তে, নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসে এই শহরের আলো-বাতাস। একজন সত্যিকারের প্রেমিক যেভাবে তার প্রেমিকাকে, প্রিয়তমাকে ভালোবাসে, আমি ঢাকা শহরকে একেবারে সেই প্রেমিকের মতো ভালোবাসি। ঢাকা শহর ছেড়ে অন্য কোনো শহরে আমার থাকার ইচ্ছা হয়নি।

(সৌজন্যঃ প্রথম আলো)